আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ১১ দিন পর দোকান কর্মচারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ১১ দিন পর আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার মুদি দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তফা (২২)’র অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার হয়েছে। পাশ্ববর্তী বাঁশবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর ফেরিঘাট নামক স্থান থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ লাশ উদ্ধার হয়। লাশের স্বজনরা নিখোঁজ গোলাম মোস্তফার লাশ বলে সনাক্ত করেন। পরে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন পুলিশ।

নিহত যুবক গোলাম মোস্তফা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

এদিকে এ ঘটনার বিষয়ে সন্ধ্যায় ওই যুবকের স্বজনরা রাতে থানায় মামলা দায়ের প্রক্রীয়া শুরু করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে জাহাঙ্গীর আলমের জননী স্টোর নামের একটি মুদি দোকানে গোলাম মোস্তফা দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতো। গত (১৪ আগস্ট) সোমবার রাত ৯ টার দিকে সে বাই সাইকেলযোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত গভীর হলেও গোলাম মোস্তফা বাড়ি না ফিরলে তার মা দোকান মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনকে বিষয়টি জানায়। ওই দিন রাতেই খুঁজাখুঁজি করেন দোকান মালিক ও মোস্তফার পরিবারের লোকজন। একপর্যায়ে ওই যুবকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন হাটবোয়ালিয়া বাজারের চার রাস্তার মোড় থেকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পরের দিন বাজারের পাশেই, মাথাভাঙ্গা নদীর পাড় থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তার বাই সাইকেল উদ্ধার করে এলাকাবাসী। দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তফা নিখোঁজের পর জানা যায় দোকান মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছ থেকে প্রয়োজনে মোস্তফা ধার বাবদ ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়েছে। জাহাঙ্গীর হোসেন সে সময় জানিয়েছিলেন ধারের টাকা আত্মসাতের জন্য সে আত্নগোপন করেছে। এদিকে নিখোঁজ মোস্তফাকে অনেক খুঁজেও তাকে না পেয়ে একপর্যায়ে থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়রি করেন নিখোঁজ মোস্তফার বড় ভাই ইউনুচ আলি।

এরই এক পর্যায়ে গতকাল বহস্পতিবার দুপুরের দিকে বাঁশবাড়িয়া

মাথাভাঙ্গা নদীর ফেরিঘাট সংলগ্নস্থানে নৌকার পারাপারের সময় দুর্গন্ধময় বস্তু ভেসে থাকতে দেখেন লোকজন। কাছে গিয়ে মাথা নীচের দিকে অর্ধগলিত এক যুবকের
মরদেহ দেখতে পান তারা। সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদী থেকে ভাসমান লাশ উদ্ধার করে। পরে নিখোঁজ দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তাফার লাশ বলে তার স্বজনরা সনাক্ত করেন।

দামুড়হুদায় ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার পরিষদ চত্ত্বরে থেকে উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা মূলক র্যালী বের হয়ে প্রধান সড়ক পদক্ষিণ করে পূনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা হেলেনা আক্তার নিপা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মাহবুবা আক্তার তাবিয়া, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ করিম বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, যুবউন্নন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, আইসিটি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই আরমান, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুল ইসলাম

রতনসহ গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষাকা ও ছাত্রছাত্রী বৃন্দ। সভায় বক্তারা মশার জীবন চক্র ও মশা বাহিত বিভিন্ন রোগের উপর বিশদ আলোচনা করেন। ডেঙ্গু মশা চিহ্নিত করণ, ডেঙ্গু মশার প্রজনন ক্ষেত্র, ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে কী কী করণীয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে মশা নিধোনের জন্য ধোঁয়া স্পে করার দৃশ্য চোখে পড়লে দেখা গেছে, যিনি স্প্রে করছেন তার মুখ ও নাক সম্পূর্ণ উম্মুক্ত।এখানে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে,মশা নিধনে যে ধোঁয়া স্প্রে করা হচ্ছিলেন ওই দৃশ্য দেখতে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা পিছু পিছু ছুটে যাওয়ার দৃশ্য মেলেন । শক্তিশালী বিষ আর অকটেন মিশ্রিত ধোঁয়া মানবদেহের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সাধারণ জনগণ ও কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা কিন্তুু জানেন না।
ফলে এ বিষয়েও সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণা চালানো উচিত বলে উপস্থিতিতে এদিকে,উপজেলার সচেতনমহলের অভিযোগ, উপজেলার প্রায় সকল এলাকায় ড্রেনগুলোতে ময়লা মাটি জমে থাকা, আশপাশের ঝোপঝাড় নিয়মিতভাবে পরিস্কার না করা সহ উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়,হাউলি ইউনিয়নের দর্শনা পৌরসভার বে রেলগেট সংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা টু যশোর আঞ্চলিক মহাসড়কের ধারে, বাসাবাড়ি ,ক্লিনিক, সেলুন সহ বাজারের সব ধরনের ময়লা আবর্জনা স্তূপ জমার পাশাপাশি গরু-ছাগলের বজ্র অবাধে ফেলা হচ্ছে।যে কারণে উল্লেখিত সড়ক পথ ধরে পথচারীদের গন্তব্যে পৌঁছতে পোয়াতে হচ্ছে জনদুর্ভোগ।এ কারণে উল্লেখিত স্থান গুলোতে ডাবের খোসা,মাটির হাঁড়ি সহ বিভিন্ন পাত্রে জমে থাকা পাত্রে ডেঙ্গু মশার লার্ভা তৈরির আশঙ্কা রয়েছেন।কাজেই তাদের দাবি মহামারি ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধূ সভা সমাবেশ করলেই হবে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপি ব্যস্ত

সময় কাটালেন জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা আলমডাঙ্গা উপজেলায় পরিচিতি ও মতবিনিময় গতকাল মঙ্গলবার তিনি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। এর আগে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত আলমডাঙ্গা বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন,আজকের এই মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গার সার্বিক চিত্র দেখতে পেলাম এখন। সমস্যা সমাধানে সবাই যে এটি নিয়ে ভাবেন। আলমডাঙ্গার মাটি এবং মানুষ নিয়ে যে আপনাদের চিন্তা ভাবনা, এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অনেক বিষয় আছে যেগুলো হয়তো রাস্ট্রীয় ভাবে উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। কিন্তু কিছু বিষয আছে যেগুলো আমরা স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে পারি। যেমন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদক। আমার বিশ্বাস মাদকের বিরুদ্ধে আপনারা সবাই সোচ্চার। আপনারা বলেছেন সিমান্তের ওপার থেকে মাদকের আগমন হতে পারে। আমার বিশ্বাস সিমান্তে বড়ারগার্ড বিজিবি অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে। আমি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। তবে লোকালই যদি মাদকের চাহিদা কমাতে না পারি তাহলে তরুন সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ত্লুতে হবে। যারা জনপ্রতিনিধি আছেন,তাদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স শুরু করা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্রিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ৃব হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ, কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন, উপজেলা প্রকৌশলী আরিফুদ্দৌলা, কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শিলন, নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল জোয়ার্দ্দার, বাড়াদি ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান সরোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা থানা, কালিদাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, আলমডাঙ্গা পৌরসভা পরিদর্শন করেন ও হাটবোয়ালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আনন্দ মিছিল

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বিল- ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বর থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ শেষে বড় বাজার শহীদ হাসান চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে শহীদ হাসান চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করে সংগঠনটি।

কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহম্মেদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি।

কর্মসূচীতে আরও বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, আবু তাহের, আতিউর রহমান বিপ্লব, মামুনুল হাসান, আব্দুস সামাদ, আসাদুজ্জামান সবুজ, আব্দুল আলিম, জাতীয় শ্রমিক লীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন মিলন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুয়েল রানা, চুয়াডাঙ্গা পৌর কৃষকলীগের আহ্বায়ক রাকিবুর রহমান রাকু, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুলন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইমরান আহম্মেদ,

সাবেক সদস্য আল ইমরান বিপ্লব, কুতুবপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আক্তার হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রানা, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ওয়াসিম আলী, সাধারণ সম্পাদক মামুন, ২নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফারুক, ৩নং ওয়ার্ডের সভাপতি নাজমুল, সাধারণ সম্পাদক টোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিসান, ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক রবিন, ৫নং ওয়ার্ডের সভাপতি উজ্জল, ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সজিব, সাধারণ সম্পাদক কাশেম, ৮নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইমদাদ, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর, ৯নং ওয়ার্ডের সভাপতি খান ফয়সালসহ চুয়াডাঙ্গার প্রতিটা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা।

আনন্দ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি দেশের জনগণের কথা চিন্তা করেন। আজকে দেশের জনগণও উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেন।আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানাই।

বক্তারা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের গরিব-দুঃখী সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করে এমন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ধনী গরিবের যে বৈষম্য রয়েছে সেটা দূর হবে। মানুষ যাতে ভালো থাকে সেজন্য এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান ১ জনকে আটক করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা

নির্বাহী অফিসার শামীম ভুঁইয়া ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেন এর নেতৃত্বে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা, সদর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে আসামি মো:ইকবাল (৪৪), পিতা :মো: ফজলু মাষ্টার গ্রাম: সাদেক আলী মল্লিক পাড়া, থানা ও জেলা চুয়াডাঙ্গা কে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সাদেক আলী মল্লিক পাড়াস্থ নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে ৩ কেজি গাঁজা সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ নির্বাহী উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১ বছর ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসির মতবিনিময়

দর্শনা থানার নবাগত ওসি বিপ্লব কুমার শাহার সঙ্গে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুনের সঞ্চালনায় মতবিনিয় সভায় বক্তব্যে রাখেন দর্শনা থানার নবাগত ওসি বিপ্লব কুমার শাহা বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ । পুলিশ ও সাংবাদিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, চাঁদাবাজিসহ সব ধরণের অপরাধ কমে যাবে।

এ সময় তিনি থানার সকল প্রকার অপরাধমূলক কর্মকান্ড দমন করতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার খান

আব্দুর রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক হানিফ মন্ডল, এসময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আওয়াল হোসেন, মনিরুজ্জামান ধীরু, এফ এ আলমগীর, নজরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান সুমন, চঞ্চল মেহমুদ, হাসমত আলী, আব্দুল আলিম, ওয়াসিম রয়েল, আব্দুল হান্নান, মাহমুদ হাসান রনি, আব্দুর রহমান, মাসুদ বিল্লা, আব্দুল হান্নান, রিফাত, সুকমল চন্দ্রদাস বাঁধন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় যৌতুকের টাকা চেয়ে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপনের বিরুদ্ধে যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে তারই স্ত্রী ফরিদা পারভিন। গত রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ফরিদা খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। নির্যাতনের শিকার ওই নারী হলেন দর্শনা থানার আনোয়ারপুর গ্রামের ফজলু হকের মেয়ে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, গত ২০ বছর আগে দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়া এলাকার ফজলু হকের মেয়ে ফরিদা পারভিনের সঙ্গে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারপাড়া এলাকার আবু তাহেরে ছেলে হাছিবুল আলম শিপনের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের সংসার জীবনে এক পূত্রসন্তান রয়েছে। তাদের ছেলেটি একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত রয়েছে।

ভুক্তভোগী ফরিদা পারভিন জানান, ইতোপূর্বে হাছিবুল আলম শিপন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে হিসাব রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। চাকুরির সুবাদে ওই এলাকায় বসবাস করা হয়। সে বিভিন্ন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশে এক মেয়ের সাথে পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময় যৌতুকের টাকা দাবি করে তাকে নির্যাতন করে।

নির্যাতন থেকে বাঁচতে পর্যায়ক্রমে বাবার বাড়ি থেকে তার স্বামীকে নগত ৭ লাখ টাকা এনে দেন স্ত্রী ফরিদা খাতুন। এছাড়াও বিয়ের সময় দেওয়া ৭ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ৩ লাখ টাকার আসবাবপত্র হাছিবুল আলম শিপন বিক্রয় করে দেয়।

এতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে বিপাকে পড়েন স্ত্রী ফরিদা পারভিন। এর পরও তার স্বামী হাছিবুল আলম শিপন , শ্বশুর আবু তাহের, শাশুড়ি মরিয়ম বেগম নাহি, ননদ তানিয়া আক্তার তনু ও তার স্বামী (ননদাই) রাশেদ হাসান যৌতুকের জন্য তাকে আরও বেশি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে।

গত ২০ আগস্ট সকালে ফের এক লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার সইতে না পেরে, তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয় ফরিদা পারভিন। পরে তার বাবা ফজলু রহমান স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন ফরিদা পারভিনকে।

বিচারের দাবিতে, ফরিদা পারভিন বাদি হয়ে রবিবার সকালে আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

নির্যাতনের শিকার ফরিদার বাবা ফজলু রহমান জানান, বিভিন্ন সময় যৌতুক নিয়েও ক্ষান্ত হয়নি মেয়ের জামাই হাছিবুল আলম শিপন। সরকারি চাকুরির অজুহাতে অন্য মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে আমার মেয়ের উপর নির্মম নির্যাতন ও যৌতুক দাবি করে। বিচারের দাবিতে মেয়ে বাদি হয়ে থানায় অভিযোগ করেছে। এখন আমার মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে।

সত্যতা স্বীকার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মাসুম আহমেদ বলেন, অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে গত প্রায় ৩ মাস পূর্বে জীবননগর থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিপনের স্ত্রী আমাদের নিকট লিখিত অভিযোগ করলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযুক্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপন জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে। পরকীয়ার বিষয়ে তার নিকট জানতে চাইলে ফোন কেটে দেয়। একাধিকবার তার সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে থানায় মামলা, সাংবাদিক সম্মেলন

দর্শনা শৈলমারী গ্রামে এক স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তার স্ত্রীর। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের নামে ডাকা হয় দর্শনা থানায়। এসময় বাদি-বিবাদি সহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে থানায় হাজির হলে বিবাদি সাহেব আলীকে ধরে থানা কাষ্টরিতে আটকে রাখা হয়। এদিকে বিচার-সালিশের নামে থানায় ডেকে বিবাদিকে আটকে দেওয়ার ঘটনায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন শৈলমারী গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত আকবার আলীর ছেলে মিজানুর রহমান দর্শনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগে বলেন, আমার ছেলে মো: সাহেব আলীর স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নূপূরের সহিত সংসার করাকালে বিগত ৪/৫ মাস পূর্বে অন্যথায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয়।

এ পরকিয়ার ঘটনা নিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ মিমাংসা করা হয়। এ আপোষ-মিমাংসার পরেও আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর পূণরায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আমার ছেলে অবগত হওয়ার পর তার স্ত্রীকে মারধর করে।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর কয়েকদিন পূর্বে আমার ছেলে সাহেব আলীর নামে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। এ অভিযোগের তদন্তভার দর্শনা থানার এস,আই নিতিশ কুমারের উপর।

এঘটনায় গত ২১ আগষ্ট সোমবার দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার উক্ত ঘটনা মিমাংসার জন্য বিকাল সাড়ে ৫ টায় আমার ছেলে ও তার স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নুপুরকে দর্শনা থানায় হাজির হতে বলে। পরবর্তীতে আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ বিকাল সাড়ে ৫

টার সময় দর্শনা থানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে থানার কারাগার বন্দি করে রাখে।

এ আপোষ-মিমাংসায় আমি সহ উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহব্বায়ক ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দিন, দর্শনা ট্রাক ও ট্রাংকলরী শাখার সভাপতি ইস্রাফিল হোসেন হাবলু, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, মোবারক হোসেন (ড্রাইভার), আলমঙ্গীর হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

তিনি আরও বলেন, সালীসের নামে থানায় ডাকিয়া আনিয়া দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার যে কর্মকান্ড ঘটইয়াছে তাহা অপমান জনক ও ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মনে করি এবং উক্ত ঘটনায় আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সম্মানের হানী ঘটে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এসআই নীতিশ কুমার বলেন, সালিস বৈঠকের নামে কাউকে ডাকা হয়নি। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে তাকে আটক করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, তার স্ত্রীকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। যা গতকাল সোমবার সন্ধা ৬ টা ৩৫ মিনিটে মামলা রেকর্ড হয়েছে।

দামুড়হুদায় ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

২১আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ নেতা হাশেম রেজা।

এ উপলক্ষে আজ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে দৈউলী মোড় পর্যন্ত বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে

বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ও দৈনিক আমার সংবাদ, ডেইলী পোস্টের সম্পাদক হাশেম রেজা। এসময় তিনি বলেন, শোকের মাসে শক্তি সঞ্চয় করে আবারও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে। ১৯৭৫, ২০০৪সালের মতো আবারও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে জামাত-বিএনপি। তাদের এই ষড়যন্ত্র কে প্রতিহত করতে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলকে এককাতারে এসে আবারও প্রমাণ করতে হবে আওয়ামীলীগ সরকার জণগণের সরকার।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হারুনুর রশিদ মোল্লা, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি রেজাউল করিম, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ইন্নাল শেখ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আইনুদ্দীন মেম্বার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা হাবিবুর রহমান হাবীব, আরিফুল ইসলাম, রাজু, দেলোয়ার হোসেন, পিন্টু, রকি, ইউসুফ, শেখ সাইদুর, জীবননগর উপজেলা যুবলীগ নেতা শাহাবুদ্দিন, শাকিল, তারিখ, জাহিদুল, সবুজ, জেবা প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে ২টি গাঁজার গাছ উদ্ধার,আটক-১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ২টি গাঁজা গাছ সহ একজনকে আটক করা হয়েছে।

থানা সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে এস আই মঞ্জুরুল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অত্র এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ টার দিকে অত্র থানাধীন ডুগডুগী কলোনিপাড়া সাকিনস্থ ডুগডুগী বাজার হতে ছোট দুধপাতিলাগামী পাকা রাস্তার উপর থেকে মৃত.ওহাব আলীর ছেলে মোঃ জব্বার আলী (৫৫) তাঁর নিজের আবাদি জমির ঘাস ক্ষেতের মধ্য উদ্ধারকৃত গাঁজা গাছ পরিচর্যা করাকালে ৪ফিট লম্বা ২টা গাঁজা গাছ উদ্ধার সহ তাঁকে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর আটকের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা পূর্বক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অত্র থানা এলাকায় কোন প্রকার মাদকদ্রব্য কারবারি থাকবে না।জেলা পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশনায় মাদক বিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।